আমাদের সময়

তারিখ : 15 SEP 2015
পৃষ্ঠা : 8 কলাম : ২

■ কোচিং সেন্টার বন্ধের নির্দেশ

# বাণিজ্যমুক্ত শিক্ষা খাত চাই

উচ্চশিক্ষার স্বপ্ন পূরণের জন্য ছাত্রছাত্রী ভর্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। ১৮ সেপ্টেম্বর এমবিবিএস ও ডেন্টাল কলেজে ২০১৫-১৬ শিক্ষাবর্ষের ভর্তি পরীক্ষা এবারও একযোগে অনুষ্ঠিত হবে। ভর্তি পরীক্ষা কেন্দ্র করে নানা কারণে অভিভাবক, ছাত্রছাত্রী ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের ভেতর আতঙ্ক বিরাজ করে। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় এক মহাসংকটের নাম কোচিংবাণিজ্য। স্কুল-কলেজের শিক্ষার চেয়ে দিনে দিনে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে কোচিং সেন্টারকেন্দ্রিক তথাকথিত শিক্ষা। এটি রোধে বিভিন্ন পদক্ষেপও নিয়েছে সরকার। কিন্তু এ পর্যন্ত তা রোধ করা যায়নি। উপরন্তু ভর্তিবাণিজ্য ও প্রশ্নপত্র ফাঁসের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগ রয়েছে অনেক কোচিং সেন্টারের বিরুদ্ধে। একজন শিক্ষার্থী সাধনা ও কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে নিজেকে উচ্চশিক্ষার জন্য ভর্তির উপযুক্ত করে গড়ে তোলে। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের পর এক মুহূর্ত সময় নষ্ট না করে ভর্তির প্রস্তুতি নেয়। দুঃখজনক হলেও সত্য, এ জায়গাটিতেও শুরু হয়েছে বিভিন্ন জালিয়াতি। এ জালিয়াতির শিকার যেন মেডিক্যাল ভর্তিচ্ছুকরা না হন। প্রশ্নপত্র ফাঁস ও প্রতারণা রোধের জন্য এ পরীক্ষা শেষ না হওয়া পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন কোচিং সেন্টার বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছে স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়। কোনো ব্যক্তি বা কোচিং সেন্টার থেকে প্রশ্নপত্রের বিষয়ে কোনো ধরনের প্রস্তাব পেলে তা বিশ্বাস না করে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে অভিযোগ করতে বলা হয়েছে। এ জন্য একটি নিয়ন্ত্রণ কক্ষও খোলা হয়েছে। জালিয়াত চক্রের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য পরীক্ষার আগে কয়েকদিন কোচিং বন্ধ যথেষ্ট নয়। তবু এ ব্যবস্থার জন্য স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়কে অবশ্যই সাধুবাদ জানানো উচিত।

এখন প্রশ্ন হলো– 'কোচিংবাণিজ্য বন্ধ নীতিমালা ২০১২' থাকা সত্ত্বেও কোচিংবাণিজ্য বন্ধ হচ্ছে না। অনুসন্ধানে জানা গেছে, প্রসপেক্টাস্ আর নজরকাড়া বিজ্ঞাপননির্ভর কোচিং সেন্টারের অন্তরালে সবচেয়ে বড় ধরনের বেআইনি ব্যবসা হচ্ছে প্রশ্নপত্র ফাঁস। এর বাইরে রয়েছে ডিজিটাল জালিয়াতির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের চান্স পাইয়ে দেওয়ার মতো লোভনীয় অফার। এমন কোচিংনির্ভরতায় আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা রয়েছে হুমকির মধ্যে। অভিভাবকরা মনে করেন, সরকারের নীরব ভূমিকায় কোচিংব্যবসার প্রসার ঘটেছে অতি দ্রুত। সরকার চাইলে কোচিংবাণিজ্য বন্ধ করতে পারবে। তাই এ হুমকি থেকে শিক্ষাব্যবস্থাকে মুক্ত করতে সরকারকেই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।

আমরা চাই, শিক্ষা খাত থাকুক হুমকিমুক্ত– যেন আগামী প্রজন্ম শিক্ষার সত্যিকার আলোটুকু পায়। কিন্তু শিক্ষার নামে কোচিংবাণিজ্য লাগামহীন হয়ে উঠলে সব অর্জন ভেস্তে যাবে। শিক্ষা আমাদের অধিকার। এই অধিকার সবার চাই। শিক্ষাবাণিজ্য একসঙ্গে চলে না। তাই লাগাম টেনে ধরার এখনই সময়। আমরা চাই কোচিংবাণিজ্য চিরতরে বন্ধ হোক।